ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 02. No. 01. August 2009

ইসলামী শরী‘আতের দ্বিতীয় উৎস আস-সুন্নাহ: একটি বিশেণ্ঢষণ

মোঃ বায়েজীদ হোসেন[*] মোঃ মুরাদ উলণ্ঢাহ[**]

[**সারসংক্ষেপঃ** ‘আস-সুন্নাহ’ ইসলামী শরী‘আতের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এর আভিধানিক অর্থ চরিত্র বা আদর্শ। মহানবী (স.) তাঁর বাস্তব জীবনে যে সকল কাজ করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাহাবীগণের যে সকল কাজকে সমর্থন দিয়েছেন তাই ইসলামী শরী‘আতে আস-সুন্নাহ হিসেবে পরিগণিত। শরী‘আতের উৎস হিসেবে আস-সুন্নাহ কুরআন, হাদীছ, ইজমা‘ ও কিয়াসের যথাযথ দলীল ও যুক্তি প্রমাণ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। সত্তাগত দিক দিয়ে আস-সুন্নাহ তিন ভাগে বিভক্ত। এছাড়া বর্ণনার ধারাবাহিকতার দিক থেকেও আস-সুন্নাহ তিন ভাগে বিভক্ত। সামাজিক ও ধর্মীয় চাহিদার প্রেক্ষিতেই আস-সুন্নাহ বিস্তৃতি লাভ করে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহানবী (স.)-এর সময়ে আল-কুরআন ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রাসূলুলণ্ঢাহ (স.)-এর সুন্নাহর মাধ্যমে ইসলামী শরী‘আতের মূল ভিত্তি রচিত হয়। আল-কুরআনের আহকাম সম্পর্কিত আয়াত নাযিলের পর ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে কোন কোন আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে রাসূলুলণ্ঢাহ (স.) আস-সুন্নাহ-এর মাধ্যমে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। ফলে আস-সুন্নাহ শরী‘আতের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অত্র প্রবন্ধে আস-সুন্নাহ এর উপর একটি পর্যালোচনা মূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।]

ভূমিকা

মহান আলণ্ঢাহ তা‘আলা তাঁর আনুগত্যের পাশাপাশি তাঁর প্রেরিত রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে রাসূলুলণ্ঢাহ (স.)-এর যাবতীয় নির্দেশ ও কার্যাবলী আলণ্ঢাহ প্রদত্ত ওহীর হুকুমের মধ্যেই গণ্য। ফলে তাঁর নির্দেশাবলী ও কার্যাবলী “আস-সুন্নাহ” হিসেবে পালন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। রাসূলুলণ্ঢাহ (স.)-এর জীবদ্দশায় কোন সমস্যার উদ্ভব হলে তিনি সরাসরি আল-কুরআন অথবা প্রয়োজনবোধে আস-সুন্নাহ-এর মাধ্যমে সমাধান দিতেন। আস-সুন্নাহ-এ বিদ্যমান মৌলনীতি ও বিধি-বিধান মূলতঃ আল-কুরআনের ব্যাখ্যা। যার ফলে আস-সুন্নাহ ইসলামী শরী‘আতের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে সুপরিচিত।

আস্-সুন্নাহ-এর আভিধানিক অর্থ

সুন্নাহ (سنة) শব্দটি আরবী। এটি একবচন, বহুবচনে (سنن) সুনান। এর আভিধানিক অর্থ الطريقة والسيرة অর্থাৎ চরিত্র বা আদর্শ। এর আরবী রূপান্তর

[*] প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ, চরভদ্রাসন সরকারি কলেজ, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর।
[**] এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

হলো-[১] سن - يسن - مسنون সুন্নাহ সম্পর্কে রাসূলুলণ্ঢাহ (স.)-এর হাদীছে এসেছে-

من سن فى الاسلام سنة حسنة فعمل بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ـ ولاينقص من اجورهم شئ ـ ومن سن فى الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولاينقص من أوزارهم شئ[২]

‘যদি কোন ব্যক্তি ইসলামে কল্যাণকর কোন আদর্শ প্রবর্তন করে, তবে তার জন্য রয়েছে পালনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব। এতে পালনকারীর সওয়াব থেকে একটুও কম করা হবে না। অনুরূপভাবে যদি কেউ ইসলামে কোন খারাপ রীতিনীতি প্রচলন করে তবে তার জন্য রয়েছে পালনকারীর সমপরিমাণ পাপ। এতে পালনকারীর পাপ থেকে একটুও কম করা হবে না।’ বিভিন্ন অভিধানবেত্তা سنة শব্দটির বিভিন্নভাবে অর্থ করেছেন যেমন- السيرة والطريقة বা চরিত্র ও পন্থা। এ চরিত্র ও পন্থা ভাল অথবা মন্দের সংমিশ্রণ হতে পারে।[৩] এ বিষয়ে আল-ফায়ুমী বলেন- [৪] السنة السيرة حميدة كانت او ذميمة অর্থাৎ- সুন্নাহ অর্থ হল চরিত্র, এটি প্রশংসনীয় অথবা নিন্দনীয় উভয়টি হতে পারে। ‘আবদুল আজিজ আল-খাওলী সুন্নাহের আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- [৫] السنة فى اللغة الطريقة المسلوكة ‘আভিধানিক অর্থে সুন্নাহ হচ্ছে প্রচলিত কিছু রীতিনীতি।’ মূলতঃ শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে السنة এর আভিধানিক অর্থ হল চরিত্র বা আদর্শ। যে চরিত্র বা আদর্শ ভাল হলে তা প্রশংসার যোগ্য, আর মন্দ হলে তা নিন্দনীয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

১ ইবনুল মানযূর, *লিসানুল ‘আরাব*, ৬ষ্ঠ খ– (বৈর–তঃ দার– সাদির,তা.বি.) পৃ. ৩৯৯; লুইস মালূফ,*আল-মুনজিদ* ১ম খ– (বৈর–তঃ দার–ল মাশরিক,২০০৫ খ্রী.), পৃ. ৩৫৩; আবদুল ওয়াহহাব খালণ্ঢাফ, *ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ* (কায়রোঃ দার–ল হাদীস,১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রী.), পৃ. ২০; যাকিউদ্দীন শা‘বান, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী* (মিসরঃ মাতবা‘আতু দারিত তা‘লীফ, ১৯৬৩-১৯৬৪ খ্রী.), পৃ. ৫৩; F.A Kleim, *The Religion of islam* (New Delhi: Cosmo Publications, 1978), P. 24; Edward William Lane, ***Arabic English Lexicon***, Vol-4 (Beirut: Library Duliban Publication, 1980 AD.), p-1436; *The New Encyclopaedia of Britannica*, vol-10 (London: Helen Hemeng way Benton, 1973-1974 A.D), P-701.

২ মুসলিম ‘ইবনুল হাজ্জাজ, *সাহীহ মুসলিম*, ১ম খ– (দিলণ্টীঃ কুতুবখানায়ে রশীদিয়্যাহ, ১৩৭৫ হি.), পৃ. ৩৪৯।

৩ *আত্-তাশরী‘উল ইসলামী ওয়া ‘উকূবাতুল মুজরিমীন*, পৃ. ৫৬।

৪ আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল মুকরী আল-ফুয়ূসী, *আল-মিসবাহুল মুনীর*, ১ম খ– (বৈর–তঃ দার–ল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রী.), পৃ. ২৯২।

৫ মুহাম্মাদ ‘আবদুল ‘আযীয খাওলী, *মিফতাহুস সুন্নাহ* (মিশরঃ মাতবা‘আতুল ‘আরবিয়্যাহ, ১৩০৭ হি./১৯২১ খ্রী.), পৃ.৫।

আস্-সুন্নাহ-এর পারিভাষিক পরিচয়

মহানবী (স.) তার বাস্তব জীবনে যে সকল কাজ করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাহাবীগণের যে সকল কাজকে সমর্থন দিয়েছেন, সেগুলোই ইসলামী শরী'আতে সুন্নাহ হিসেবে পরিগণিত। এ সুন্নাহ আল-কুরআনের কোন অংশ নয় এবং তাঁর উপর সংঘটিত কোন অলৌকিক ঘটনাও নয়।[৬] সুন্নাহের পারিভাষিক পরিচয় দিতে গিয়ে আলণ্ডামা থানূবী (র.) (মৃ. ১১৫৮ হি.) বলেন-

هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية؛ وهو ما صدر عن النبى (ص) غير القرآن من قول؛ أوفعل؛ أوتقرير؛ ويسمى الحديث ـ[৭]

সুন্নাহ শরী'আতের চারটি উৎসের একটি অন্যতম উৎস। এর দ্বারা কুরআন বহির্ভূত মহানবী (স.)-এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে বুঝায়, ইহাকে হাদীছ হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। উসূলবিদগণের মতে-

ما صدر عن النبى (ص) غير القرآن؛ من قول أوفعل أوتقرير فهى بهذا الاعتبار دليل من أدلة الأحكام؛ ومصدر من مصادر التشريع ـ[৮]

'মহানবী (স.) এর কথা কাজ ও সমর্থনকে সুন্নাহ বলে। যা সরাসরি কুরআন নির্দেশিত নয়। এটি শরী'আতের একটি অন্যতম উৎস।' আনোয়ার আহমাদ কাদরীর ভাষায়- "ঝঁহহধয রং ঃযব ঁঃঃবৎধহপবং ড়ভ ঃযব ঢ়ৎড়ঢ়যবঃ (ড়ঃযবৎ ঃযধহ ঃযব ছঁৎধহ) ড়ৎ যরং ঢ়বৎংড়হধষ ধপঃং ধহফ ধপঃং ধহফ ংধুরহমং ড়ভ ড়ঃযবৎং ঃধপরঃষু ধঢ়ঢ়ৎড়াবফ নু যরস.[৯]

শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে আস্-সুন্নাহ

আস্-সুন্নাহ ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। যা শরী'আতের বিভিন্ন প্রকার বিধি-বিধান দ্বারা প্রমাণিত।[১০] নিম্নে আল-কুরআন, ইজমা', ও কিয়াস দ্বারা এর স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো-

[৬] ড. 'আবদুল করীম যায়দান, ***আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ*** (বৈরুত:মুওয়াসসাতুর রিসালাহ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রী.), পৃ. ১৬১; ড. মুহাম্মাদ ফারুক নাবহান, ***আল-মাদখাল লিত তাশরী'ইল ইসলামী*** (বৈরুত:দারুল কালাম, ১৯৮১ খ্রী), পৃ. ৮৯।

[৭] মুহাম্মাদ 'আলী থানূবী, *কাশশাফ ইস্তিলাহাতিল ফুনূন*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রী.), পৃ. ৪২৩।

[৮] ড. মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান, ***আত্-তাশরী'উল ইসলামী ওয়া 'উকূবাতুল মুজরিমীন*** (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ্ শাফিয়া, ২০০২ খ্রী.), পৃ. ৫৮।

[৯] অহধিৎ অযসধফ ছধফৎর, ***ওংষধসরপ ঔঁৎরংঢ়ৎঁফবহপব রহ ঃযব গড়ফবৎহ ডড়ৎষফ*** (ঘবা উবষযর:এঞধল চৎরহঃবৎং. ১৯৮৬ অউ.), চ-১৮৯.

[১০] *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ১৬২; *'ইলমু উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ৩৭।

ক. আল-কুরআন দ্বারা প্রমাণিতঃ আল কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী সুন্নাহ ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস। কেননা মহানবী (স.) নিজের থেকে যা বলতেন তাও এক প্রকারের ওহী ছিল। যা وحى غير متلوا হিসেবে পরিচিত।[১১] এ সম্পর্কে মহান আলণ্ডাহর বাণী- [১২] وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى 'তিনি নিজের মনগড়া কোন কথা বলেন না, যা কিছু তিনি বলেন, তা প্রেরিত ওহী' সুন্নাহ হল পবিত্র কুরআনুল কারীম-এর ভাব ও ভাষা পুর্ণাঙ্গরূপে অনুধাবন করার সহায়ক বাণী। একে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই আল-কুরআন বুঝতে ও জানতে হলে সুন্নাহ এর আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে তার অনুসরণ করতে হবে।[১৩] এদিকেই ইঙ্গিত করে আলণ্ডাহ বলেন- [১৪] وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 'রাসূল তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তার থেকে বিরত থাক।' অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- [১৫] لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'তোমাদের জন্য রাসূল (স.) এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।'

মহান আলণ্ডাহ সকল মানুষকে রাসূলুলণ্ডাহ (রা.) এর আদর্শ গ্রহণ করতে বলেছেন। অপরদিকে রাসূল (স.) কে বলেছেন মহান আলণ্ডাহর পক্ষ থেকে তার বাণী মানুষের মাঝে পৌঁছে দিতে। যেটা রিসালাতের দায়িত্ব হিসেবে পরিচিত। এ মর্মে মহান আলণ্ডাহ নিজেই ঘোষণা করেন-

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ [১৬]

'হে রাসূল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সকলের কাছে, আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন তবে আপনি তার পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না।'

[১১] *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ৬০; 'আবদুল কাদির 'আওদাহ, ***আত-তাশরী'উল জানায়ীল ইসলামী মুকারিনান বিল কানূনুল ওয়াদ'ঈ***, ১ম খণ্ড (বৈরুতঃ মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১৪১৩ হি./ ১৯৯৩ খ্রী.), পৃ. ১৭৬-১৭৭।

[১২] সূরাহ আন্-নাজম, আয়াতঃ ৩-৪।

[১৩] *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ১৬২; *আল-মাদখাল লিত-তাশরী'ইল ইসলামী*, পৃ. ৯১।

[১৪] সূরাহ আল-হাশর, আয়াতঃ৭।

[১৫] সূরাহ আল-আহ্যাব, আয়াতঃ ২১।

[১৬] সূরাহ আল-মায়িদাহ, আয়াতঃ ৬৭; এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ দ্রঃ সূরাহ আন্-নাহল, আয়াতঃ ৪৪; وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ দ্রঃ সূরাহ আন্-নাহল, আয়াতঃ ৬৪।

মহান আলণ্ঢাহ তাঁর রাসূলকে রিসালাতের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।[১৭] তিনি তার রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ[১৮]

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আলণ্ঢাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না।' এভাবে আল-কুরআনে অনেক বাণী দ্বারা প্রামাণিত যে, সুন্নাহ শরী'আতের উৎস।

মূলতঃ আস্-সুন্নাহর বর্ণনা ভঙ্গি সাবলীল ও পরিপূর্ণ হওয়ায় আল-কুরআনের শর'ঈ বিধানসমূহ সম্পর্কে অতি সহজেই সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। এমনকি এ থেকে কুরআনের আহকামের দলীল উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। বস্তুতঃ আল-কুরআনে রাসূলের (স.) সুন্নাহ সম্পর্কে আরো অনেক বাণী এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যার মাধ্যমে সুন্নাহ শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে মেনে নিয়ে এতে বর্ণিত বিধান সমূহের উপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য হয়ে পরে।[১৯]

খ. আল-ইজমা' দ্বারা প্রমাণিতঃ সকল মুসলমান এ বিষয়ে একমত যে, মহানবী (স.) এর সময়কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ড় সুন্নাহ্- এর প্রত্যেকটি হুকুম আহকাম মেনে চলা যেমন আবশ্যক, তেমনি ইসলামী শরী'আতের সকল হুকুম-আহকাম সম্পর্কে পরিচয় লাভের জন্য আস্-সুন্নাহ এর প্রতি মনোনিবেশ করা একান্ড় প্রয়োজন। নবুওয়াতী যুগে সাহাবীগণ কুরআন ও সুন্নাহর বিধানগুলিকে পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণিত সকল বিধানাবলী অনুসরণ করা অবশ্য করণীয়। কেননা এগুলোর মূল উৎসস্থল হল মহান আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী।[২০]

গ. আল-কিয়াস দ্বারা প্রমাণিতঃ কিয়াসের ভিত্তিতেও প্রমাণিত, সুন্নাহ ইসলামী শরী'আতের উৎস। এ হিসেবে যে, মুহাম্মাদ (স.) আলণ্ঢাহর রাসূল। আর রাসূল অর্থ-আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়া, তাঁর রিসালাতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা, আনুগত্য করা এবং শাসন পরিচালনায় নেতৃত্ব দান করা। আর এসব কিছুই রিসালাতের দাবী। তাঁর (স.) রিসালাতে যেমন কোন সন্দেহ নেই, তেমনি তার অনুসরণ ও আনুগত্য করার ক্ষেত্রে কোন সংশয় থাকতে পারে না।[২১]

[১৭] *আত্-তাশরী'উল ইসলামী ওয়া 'উকূবাতুল মুজরিমীন*, পৃ. ৭০।

[১৮] সূরাহ আল-আন্ফাল, আয়াত:২০। অনুরূপ আরো অনেক আয়াতে বলা হয়েছে: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ দ্র: সূরাহ আন্-নিসা, আয়াত:৫৯; وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقًا দ্র: সূরাহ আন্-নিসা, আয়াত:৬৯।

[১৯] মুহাম্মাদ 'আলী আস্-সায়ীস, ***তারীখুল ফিকহিল ইসলামী*** (মিসরঃ মাতবা'আতু মুহম্মাদ 'আলী সাবীহ, ১৩২৬ হি./ ১৯৫৭ খ্রী.), পৃ. ২৯; মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল হাজবী, ***আল-ফিকরুস্ সামী,*** ১ম খণ্ড (মদীনাঃ আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৬ হি.) পৃ. ৪১।

[২০] *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ১৬৩; মুহাম্মাদ আল-আমীন ইবন মুখতার, *মুযাক্কিরাতু উসূলিল ফিক্হ* (মাদীনাঃ আল মাকতাবাতুস্ সালাফিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ১২৪।

[২১] *আল-ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ১৬৩।

সুন্নাহ-এর প্রকারভেদ

সত্তাগতভাবে বা সংজ্ঞার ভিত্তিতে সুন্নাহ তিন প্রকারঃ যথাঃ ১. কাওলী (قولى) ২. ফি'লী (فعلى) ও ৩. তাকরীরী (تقريرى)।[২২] এর বিস্ড়রিত বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো-

১. السنة القولية (নির্দেশগত সুন্নাহ): মহানবী (স.) বিভিন্ন অবস্থা ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাহাবীদেরকে যেসব আদেশ নিষেধ প্রদান করেছেন তা السنة القولية হিসেবে পরিচিত।[২৩] যেমন রাসূলুলণ্ঢাহ (স.) বলেন- من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاقتلوة[২৪] 'যে ব্যক্তি মদ পান করে তাকে বেত্রাঘাত কর। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার করলেও বেত্রাঘাত কর। অতঃপর চতুর্থবারের মত করলে তাকে হত্যা করে।'

২. السنة الفعلية (কর্মগত সুন্নাহ): মহানবী (স.) তার জীবদ্দশায় যা করেছেন তা السنة الفعلية হিসেবে পরিচিত।[২৫] যেমন রাসূলুলণ্ঢাহ (স.) বলেন- صلوا كما رأيتمونى أصلى[২৬] 'তোমরা অনুরূপ সালাত পড়, যেমনিভাবে তোমরা আমাকে সালাত পড়তে দেখেছ।'

৩. السنة التقريرية (সম্মতি জ্ঞাপক সুন্নাহ): রাসূলুলণ্ঢাহ (স.) এর যুগে সাহাবীগণ যা করেছেন তাতে রাসূল (স.) এর চুপ থাকা ও সেটিকে ভাল মনে করা এবং তারা যা করতে অপছন্দ করেছেন সে বিষয়ে রাসূলুলণ্ঢাহ (স.) এর একমত পোষণ এবং তার সামনে সাধারণ ভাবে কোন কাজ ঘটলে তা অপছন্দ না হলে চুপ থাকতেন তাই السنة التقريرية হিসেবে পরিচিত।[২৭] যেমন-

[২২] *'ইলমু উসূলিল ফিক্হ*, পৃ. ৩৬; এ.চ. ঐঁমযবং, ***উরপঃরড়হধৎু ড়ভ ওংষধস*** (ঘবা উবষযরঃ ঙৎরবহঃধষ ইড়ড়শং জবঢ়ৎরহঃ ঈড়ৎঢ়ড়ৎধঃরড়হ, ১৯৭৬ অউ.), চ-২০৪; অযসধফ ঐধংধহ, ***এৎবব উধৎষু উবাবষড়ঢ়সবহঃ ড়ভ ওংষধসরপ ঔঁৎরংঢ়ৎঁফবহপব*** (ওংষধসধনধফঃ ওংষধসরপ জবংবধৎপয ওহংঃরঃঁঃব, ১৯৭০ অউ.), ঢ়. ৬২২.

[২৩] *আত্-তাশরী'উল জানায়ী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৩; *উরপঃরড়হধৎু ড়ভ ওংষধস*, চ-২০৮.

[২৪] আহমাদ ইবন শু'আয়ব আন নাসাঈ, *আস সুনান* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ৮৯৪।

[২৫] সুবহী মাহমিসানী, ***ফালাসাফাতুত্ তাশরী' ফিল ইসলাম*** (বৈরুতঃ দারুল কাশশাফ লিন্-নাশর, ১৩৭১ হি./ ১৯৫২ খ্রী.), পৃ. ১১০; মুহাম্মাদ ইবন 'আলী আশ্-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহফকিুল হাক্কি মিন 'ইলমিল উসূল* (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, তা.বি.), পৃ. ৩১; *ওংষধসরপ ঔঁৎরংঢ়ৎঁফবহপব*, চ. ১৯৪.

[২৬] মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আযান, হাদীছ নং ৬৩১ (বৈরুতঃ দারুল মা'আরিফ, ২০০৭ খ্রী.), পৃ, ২২০-২২১।

[২৭] *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ৫৪; Syed Mahmudul Hasan, *Islam* (Dacca: Islamic Foundation Bangladesh, 1962 A.D.), P. 208.

عن الفضل بن عباس قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن فى بادية لنا ومعه عباس؛ فصلى فى صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه ؛ فما بالى ذلك [২৮]

'হযরত ফাযল ইবন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স.) আমাদের কাছে একটি বস্ড়িতে আগমন করলেন, তখন তার সাথে আব্বাস (রা.) ছিলেন। সেখানে সালাতের সময় হলে তিনি মর"ভুমিতে নামাজ পড়ালেন যেখানে সামনে কোন আবরণ ছিলনা, তখন আমাদের সাথের একিট গাধা ও একটি কুকুর নামাজের সামনে দৌড়াদৌড়ি করছিল। কিন্ড়ু রাসূল (স.) এ ব্যাপারে কিছু না বলে চুপ থেকেছেন।'

সনদের ধারাবাহিকতার দিক থেকে সুন্নাহ তিন প্রকার। যথা- [২৯] **১. المتواتر ২. الاحد ৩. المشهور** এর বিস্ড়ারিত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. المتواتر (আল-মুতাওয়াতির): متواتر শব্দটি تواتر শব্দমূল থেকে নিস্পন্ন। এর অর্থ হল- ধারাবাহিকতা, ক্রমধারা ইত্যাদি।[৩০] পরিভাষায়, যে হাদীছ এমন অধিক সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন, যাদের সকলে মিলে মিথ্যার উপর ঐকমত্য হওয়া সম্ভব নয় তাকে মুতাওয়াতির সুন্নাহ বলে।[৩১] উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ করা যায়: [৩২] من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা

[২৮] সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, কিতাবুস সালাত, হাদীছ নং ৭১৮ (বৈর"তঃ দার"ল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০৭ খ্রী.), পৃ. ১২৪।

[২৯] *আত্-তাশরী'উল ইসলামী ওয়া 'উক্বাতুল মুজরিমীন*, পৃ. ২৫; ইবন হাজার আল-'আসকালানী, ***শারহু নুখবাতিল ফিকর*** (দেওবন্দঃ মাকতাবাতু থানবী তা.বি.), পৃ. ৬-৮; আল ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিক্হ, পৃ. ১৬৭।

[৩০] ড. মুহাম্মাদ আত্-তাহান, *তাইসীর" মুসতালাহিল হাদীছ*, (আল-'আরাবিয়্যাহ আস্-সাও'দিয়্যাহঃ মাতবা'আতুস সারওয়াহ, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রী.), পৃ. ১৮; *লিসানুল 'আরাব*, ৫ম খ", ২৭৫।

[৩১] আবুল হাসানাত মুহাম্মাদ আবদুল হাই লাখনবী, *যাফর"ল আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী*, তাহকীকঃ ড. তাকী উদ্দীন নদবী (বৈর"তঃ দার" ইবন হাযম, ১৪১৮হি./ ১৯৯৭ খ্রী.), পৃ. ৪০; 'আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-জুরজানী, *আত্-তা'রীফাত*, (বৈর"তঃ মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৬৯ খ্রী.), পৃ. ৭৪; আবূল ফাতাহ আল-মুতরেযী, *আল-মাগরিব* (বৈর"তঃ দার"ল কুতুব আল-'আবারী, তা.বি.), পৃ. ৪৭৫।

[৩২] *সাহীহুল বুখারী*, ১ম খ", পৃ. ২১; *সুনানু আবী দাউদ*, ২য় খ", পৃ. ২৮৭; আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বাল, *আল-মুসনাদ*, ১ম খ" (বৈর"তঃ দার" সাদির, তা.বি.), পৃ. ৭০; আবূ 'আবদুলণ্ঢাহ আল-হাকিম আন-নায়শাবূরী, *আল-মুস্ড়দরাক*, ১ম খ" (বৈর"তঃ দার"ল কিতাবিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ. ১০৩।

আরোপ করে সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে ঠিক করে নেয়।' ইবনুল জাওযী বলেন, এ হাদীছটি ৬১ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন।[৩৩]

২. المشهور (আল-মাশহুর): মাশহুর (مشهور) শব্দটি شهرة এর কর্মবাচ্যরূপ। এর আভিধানিক অর্থ-প্রসিদ্ধ, আত্মপ্রকাশ করা, প্রসারতা ও বিস্ড়ৃতি লাভ করা ইত্যাদি।[৩৪] উসূলুল হাদীছের পরিভাষায়- [৩৫] وهو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين 'যে হাদীছের বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুই এর অধিক দ্বারা সীমিত, তাকে مشهور বলা হয়।' 'আবদুর রহমান এর ভাষায়-

গধংযযঁৎ: ঞযবংব বিৎব ৎবঢ়ড়ৎঃবফ নু ধ ষরসরঃবফ হঁসনবৎ ড়ভ পড়সঢ়ধহরড়হং রহ ঃযব ভরৎংঃ রহংঃধহপব ধহফ ঃযবৎব ধভঃবৎ রহ ঃযব ঃড়ি ংঁপপবংংরাব ঢ়বৎরড়ফং, ভঁষভরষষবফ ঃযব পড়হফরঃরড়হং ড়ভ ধ পড়হঃরহঁড়ুং ঃৎধফরঃরড়হ. ঞযবু ধৎব পধষষবফ বিষষ শহড়হি ঃৎধফরঃরড়হং (مشهور).[৩৬]

مشهور এর উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীছ উলেণ্ঢখ্য,

عن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لايقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما ـ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ـ فأفتوا بغير علم ـ فضلوا وأضلوا ـ [৩৭]

'হযরত 'আবদুলণ্ঢাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুলণ্ঢাহ (স.) কে বলতে শুনেছি যে, আলণ্ঢাহ তা'আলা বান্দার অন্ড়র থেকে 'ইলম বের করে উঠিয়ে নিবেন না বরং আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই 'ইলম উঠিয়ে নিবেন। যখন কোন 'আলিম বাকী থাকবে না তখন লোকেরা জাহিলদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা না জেনেই ফাতওয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হবে, আর অপরকেও গোমরাহ করবে।' এ হাদীছের বর্ণনাকরীর সংখ্যা প্রত্যেক স্ড়রে দুয়ের অধিক। কিন্তু এ সংখ্যার আধিক্যতা تراتر পর্যন্ড় পৌঁছেনি।[৩৮]

[৩৩] 'উছমান ইবন আস্-সালাহ, *আল-মুকাদ্দামাহ* (বৈর"তঃ দার"ল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ১৩৫; ইবনুল জাওযী, *আল-মাউদু'আত*, ১ম খ" (মদীনাঃ ১৯৬৬ খ্রী.), পৃ. ৫৬।

[৩৪] *লিসানুল 'আরাব*, ৪র্থ খ", পৃ. ৪৩১-৪৩২; *অৎধনরপ উহমষরড়ংয খবীরপড়হ, ঠড়ষ-৪, চ-১৬১৩.*

[৩৫] ইবন হাজার আল-'আসাকালানী, *শারহু নুখবাতিল ফিকর* (দেওবন্দঃ মাকতাবাতু থানূবী তা.বি.), পৃ. ১২।

[৩৬] অনফঁৎ জধযসধহ, *গঁযধসসধফধহ ঙঁৎরংঢ়ঁফবহপব* (খধযড়ৎবঃ অঢ়ঢ় চধশরংঃধহ খবমবষ উবপরংরড়হং, ১৯৬৩), চ-৭২.

[৩৭] *সাহীহুল বুখারী*, কিতাবুল 'ইলম, হাদীছ নং-১০০, পৃ. ১০০।

[৩৮] ইবন হাজার আল-'আসকালানী, ***ফাতহুল বারী***, ১ম খ" (বৈর"তঃ দার"ল ফিক্র, তা. বি.), পৃ. ১৯৪-১৯৫।

৩. الاحد (আল-আহাদ): احد শব্দটি একবচন, বহুবচনে احاد। এর অর্থ হলো- একক। আর পরিভাষায় ঐ সুন্নাহকে احد বলা হয়, যার মধ্যে خبر متواتر এর শর্ত সমূহ অনুপস্থিত।[৩৯] অর্থ্যাৎ একজন বর্ণনাকারী যে হাদীছ এক বা একাধিক বর্ণনাকারী থেকে রিওয়ায়িত করেছেন। কিন্তু বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির ও মাশহুর এর পর্যায়ে পৌছেনি, এ ধরনের হাদীছকে احد হাদীছ বলে।[৪০]

আস্-সুন্নাহর আহকাম বর্ণনা ভঙ্গি

মহানবী (স.) এর সময়ে আল-কুরআন নাযিল এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রাসূলুলণ্ঢাহ (স.) কর্তৃক ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে ইসলামী শরী'আতের মূল ভিত্তি রচিত হয়। আল-কুরআনে প্রায় ৫০০ (পাঁচশত) আহকাম সম্পর্কিত আয়াত রয়েছে যেগুলো মানুষের জীবনের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, বিচার-বিভাগীয় ও পারস্পরিক লেনদেন এর ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনামূলক। আল-কুরআনের আহকাম নাযিলের পর ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে কোন কোন আয়াতের ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ফলে রাসূল (স.) আস্-সুন্নাহ এর মাধ্যমে এসব বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। যেগুলো শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে আমাদের জন্য অবশ্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।[৪১] নিম্নে আস-সুন্নাহ্-এ বর্ণিত কতিপয় আহকাম সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো-

ক. ইসলামের পঞ্চ স্লম্ভ: মহান আলণ্ঢাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে তাঁর বান্দাহদের জন্য ঈমান, সালাত, যাকাত, হজ্জ ও সাওম ফরয করেছেন। কিন্তু রাসূলুলণ্ঢাহ (স.) এগুলো একত্র করে ইসলামের পঞ্চ স্লম্ভ হিসেবে ঘোষণা দেন।[৪২]

عن عبد الله عمر (رض) قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت [৪৩]

'হযরত 'আবদুলণ্ঢাহ ইবন 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুলণ্ঢাহ (স.) বলেছেন, ইসলামের পাঁচটি স্লম্ভ রয়েছে। যথা- এ মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আলণ্ঢাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং নিশ্চই মুহাম্মাদ (স.) আলণ্ঢাহর রাসূল এবং সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা,

[৩৯] ড. মুহাম্মাদ আস্-সাব্বাগ, *আল-হাদীছুন নাবাবী মুসতালাহুহ বালাগাতুহ কুতুবুহ* (বৈর–তঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০২হি./১৯৮২ খ্রী.), পৃ. ২৭৪; ড. মাহমূদ আত্-তাহ্হান, ***তাইসীর– মুসতালাহিল হাদীছ*** (করাচীঃ কাদিমী কুতুব খানা, তা.বি), পৃ. ২২; সায়্যিদ শরীফ জুরজানী, ***আত্-তা'রীফাত*** (ইসতানবুলঃ মাতবা'আহ আহমাদ কামিল, ১৩২৭ হি.), পৃ. ১১০।

[৪০] ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *'উলূমুল হাদীছ* (রাজশাহী : সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০০০ খ্রী.), পৃ. ১৭০।

[৪১] *আল-মাদখাল লিত-তাশরী'ইল ইসলামী*, পৃ. ৯৯-১০০।

[৪২] *আল-ফিকর–স্ সামী*, ১ম খ–, পৃ. ৪২-৪৩।

[৪৩] *সুনানুত তিরমিযী*, কিতাবুল ঈমান, হাদীছ নং-২৬০৯, পৃ. ৬১৫; *সাহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হাদীছ নং-৮, পৃ. ৭২-৭৩।

রমজান মাসের রোযা রাখা ও হজ্জব্রত পালন করা।' এ হাদীছের মধ্যে সালাতের ব্যাপারে আলণ্ঢাহ তা'আলা-[৪৪] اقيموا الصلاة 'নামায কায়েম কর' বলেছেন কিন্তু কখন, কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে নামায পড়তে হবে এটা রাসূলুলণ্ঢাহ (স.) এর সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ড় হয়। যেমন রাসূল (স.) বলেন-[৪৫] صلوا كما رأيتمونى أصلى 'তোমরা অনুরূপ নামায পড়, যেভাবে আমাকে পড়তে দেখ।' অনুরূপভাবে যাকাতের ব্যাপারে মহান আলণ্ঢাহ বলেন-[৪৬] واتوا الزكاة 'তোমরা যাকাত দাও।' কিন্তু কোন বস্তুর যাকাত কিভাবে দিবে, কখন দিবে, কি পরিমাণে দিবে এসব কিছুই নির্ধারিত হয়েছে আস- সুন্নাহ এর মাধ্যমে। যেমন ফসলের যাকাতের ব্যাপারে রাসূল (স.)বলেন-

فيما سقت العيون أو كان عشريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر -[৪৭]

'বৃষ্টির পানিতে ফসল উৎপাদিত হলে এক দশমাংশ আর সেচের মাধ্যমে ফসল হলে অর্ধ দশমাংশ যাকাত দিতে হবে।' এছাড়া খনিজ সম্পদের যাকাতের ব্যাপারে বলা হয়েছে-[৪৮] وفى الركاز الخمس 'খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে যাকাত এক পঞ্চমাংশ।' এভাবে অসংখ্য হাদীছের মাধ্যমে রাসূলুলণ্ঢাহ (স.) ইসলামের পঞ্চ স্লম্ভ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেছেন।

খ. ব্যভিচারের শাস্ড়ি: আলণ্ঢাহ তা'আলা ব্যভিচারের শাস্ড়ির ব্যাপারে ঘোষণা করেন, الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ[৪৯] 'ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনী উভয়কে ১০০ (একশত) করে বেত্রাঘাত কর।'

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিবাহিত ও অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্ড়ি আস-সুন্নাহ এর মাধ্যমে আলাদা আলাদা ভাবে নির্ধারিত হয়েছে। যেমন অবিবাহিত ও বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্ড়ি ব্যাপারে হাদীছে বলা হয়েছে, যদি ব্যভিচারী অবিবাহিত বা কাফের হয় তবে তার শাস্ড়ি হিসেবে রয়েছে ১০০ (একশত) বেত্রাঘাত, আর যদি ব্যভিচারী বিবাহিত হয় তবে তার জন্য রয়েছে একশত বেত্রাঘাত ও পাথর মেরে হত্যা করা।[৫০] বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্ড়ির

[৪৪] সূরাহ আল-বাকারাহ, আয়াতঃ ৪৩।

[৪৫] *সাহীহুল বুখারী*, ১ম খ–, পৃ. ৮৮।

[৪৬] সূরাহ আল-বাকারাহ, আয়াতঃ ৪৩।

[৪৭] অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে-- فيماسقت السماء والعيون দ্রঃ *সাহীহুল বুখারী*, ২য় খ–, পৃ. ১৫৫।

[৪৮] *আল-ফিকর–স্ সামী*, ১ম খ–, পৃ. ৪৩; অন্যান্য আরো কয়েকটি বিষয়ে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারন করতে গিয়ে রাসূল (স.) বলেন- ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة - দ্রঃ *সাহীহুল বুখারী*, ২য় খ–, পৃ. ১৪৭।

[৪৯] সূরাহ আন্-নূর, আয়াতঃ২।

[৫০] বিবাহিত ও অবিবাহিত যিনাকারীর শাস্ড়ির বিধান সম্পর্কে হাদীছ হলো- عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عنى ,

ব্যাপারে আল-কুরআনের একটি আয়াত আছে, যার তিলাওয়াত রহিত হয়ে গিয়েছে কিন্তু হুকুম এখনও বলবৎ রয়েছে।[৫১]

গ. আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান: আল-কুরআনের কোন আয়াত বুঝতে সমস্যা হলে সাহাবীগণ রাসূল (স.) এর কাছে প্রশ্ন করলে তিনি তা সমাধান করে দিতেন। যেমন আলণ্ঢাহর বাণী-

الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ[৫২]

'যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যই রয়েছে শান্ড়ি এবং তারাই সুপথগামী।' অত্র আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে কিরাম চমকে উঠেন এবং তারা আয়াতে বর্ণিত ظلم শব্দটি সাধারণ পাপ অর্থ ধরে রাসূলুলণ্ঢাহ (স.) এর কাছে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুলণ্ঢাহ (স.)! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে পাপের মাধ্যমে নিজের উপর যুলম করেনি? অথচ এ আয়াতে শান্ড়ির কবল থেকে নিরাপদ হওয়ার জন্য বিশ্বাসের সাথে যুলমকে মিশ্রিত না করার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের মুক্তির উপায় কি? মহানবী (স.) উত্তরে বললেন, তোমরা আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হওনি। আয়াতে 'যুলম' বলতে শিরককে বোঝানো হয়েছে। দেখ অন্য এক আয়াতে আলণ্ঢাহ তা'আলা বলেছেন: ان الشرك لظلم عظيم 'নিশ্চিত শিরক বিরাট যুলম' অতএব এ আয়াতের অর্থ হলো- যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতপর আলণ্ঢাহর সত্তা ও গুণাবলীতে কাউকে অংশীদার স্থির না করে, সে শান্ড়ির কবল থেকে নিরাপদ ও সুপথপ্রাপ্ত।[৫৩]

এভাবে আস-সুন্নাহ এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা সহ শরী'আতের হুকুম আহকাম আমাদের কাছে স্পষ্ট, সুন্দর ও সাবলীলভাবে পৌঁছেছে।

উপসংহার

মহানবী (স.)-এর সাহাবী ও তাবিঈ' এবং তৎপরবর্তী আলিমগণ কর্তৃক আস-সুন্নাহ ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে গৃহীত হয়ে ইসলামী শরী'আত পরিচালিত হয়ে আসছে। কারণ পরিপূর্ণভাবে ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা এবং আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের অন্তর্নিহিত প্রকৃত অর্থ বুঝতে হলে আস-সুন্নাহ এর পরিপূর্ণ অনুসরণের বিকল্প নেই। মূলতঃ আস-সুন্নাহকে ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে মেনে নিলে একাধারে

خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيل , البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم দ্র: *সাহীহ মুসলিম*, ২য় খ, পৃ. ৭৩; *সুনানুত্ তিরমিযী*, ১ম খ, পৃ. ২৬৫।

৫১ বিবাহিত যিনাকারীর শান্ড়ি সম্পর্কে তিলাওয়াত রহিতকৃত আয়াতটি হলো- الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة দ্র: *আল-ফিকর্স্ সামী*, ১ম খ, পৃ. ৪৪।

৫২ সূরাহ আল-আন'আম, আয়াত: ৮২।

৫৩ ইমাম কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, ৪র্থ খ (কায়রো: দার্ল হাদীছ, ২০০২ খ্রী), পৃ. ৩০; এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে- عن عبد الله قال : لما نزلت : (الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ) شق ذلك على المسلمين فقالوا : يارسول الله وأينا لايظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك , إنما الشرك ـ ألم تسمعوا ماقال لقمان لابنه (يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) দ্র. *সুনানুত তিরমিযী*, কিতাবুত্-তাফসীর, হাদীছ নং ৩০৬৭, পৃ. ৭০৯।

মহান আলণ্ঢাহর নির্দেশ পালন ও তাঁর প্রেরিত রাসূল (স.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা হবে। যার ফলে আমরা ইহকালে শান্তি এবং পরকালে কল্যাণ প্রাপ্ত হব।